সাজানো রাক্ষসের জন্য বানানো আতঙ্ক

কমল চক্রবর্তী

আমাকে স্কুলবাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ভদু বলল,—এখানে, দারোয়ানকে বলে দিয়েছি। হেডস্যার তো বললেন সকালে আসবো।

দারোয়ান দরজা খুলতে ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে চক, ব্ল্যাকবোর্ডের সঙ্গে ছোট ছেলেদের ঘামের। হ্যারিকেন হাতে ভদু ঢুকল, টৌবলে রাখল, তারপর ডেস্ক সরিয়ে বেঞ্চ জোড়া, চাদর, কাঁথা, বালিশ।

—কাল স্কুল নেই লাটুগিরির পূজা। যতক্ষণ খুশি ঘুমাবেন, আমরা এসে উঠাবো। ভদু বিছানা ঝেড়ে এখন মাথার কাছে দুটো পুরোনো 'ঘরোয়া' আর পাতা সাদা নেই। একটা 'নব কল্লোল'। —অনেকদিন টাউনে যাওয়া হয় না। বই কিনিব। কিনাই হয় না।

—তোমরা কখন ঘুম থেকে ওঠো?

—তা ধরুন পাঁচটার উদিকে হয় না।

আমি বিছানায় হেলান দিয়ে।

—আপনি জামা-কাপড় ছাড়ুন। জল টিপে দিব।

মুখ মাথা ধুয়ে স্কুল বাড়ির বারান্দায় বসে সিগারেট। দুটো মাত্র রুম পাকা, আর সব এখনও খড়ের। সেভাবে বলতে গেলে গোটা গ্রামে এই দুটো মাত্র কংক্রিট। আমার তো মজা। এ দুটো না থাকলে আরও ভাল হত। খড়ের ঘরে রাত পোহান, ভদুর সিগারেট মুঠো করা ভীষণ আন্তরিক। ধোঁয়া তামাক সব মুঠো করেছে।

এ গ্রামে স্মাগলার নেই, প্রফেসর নেই, টিউশানি নেই, ঠিকেদার নেই, মিল মালিক নেই, কেউ নেই, ফেউ আছে। ফলে পাকা বাড়ি নেই, হাতির উপদ্রব আছে। আর নানারকম বিষধর। এবং নাচনী। শেয়াল ডাকল। কতদিন পরে শেয়ালের 'রাম' 'রাম'। মাঠ ভাঙতে ভাঙতে দিগন্তে।

—একটা শেয়ালের বাচ্চা পুষবো, জোগাড় করে দেবে?

—কি বলছেন! শেয়াল অশুভ। কেন পুষবেন! উটা ঠিক নয়, বেজি নিবেন, বেজি দিব।

ভদুকে বললুম, জগটা বাইরে আনো গেলাসও।

ব্যাগের মধ্যে জ্যান্ত ছটফটে বোতল, স্কুল বারান্দায়। ভদু বলল, খাব না। এই প্রথম একজন গ্রামবাসী রিফিউজ করল,—না, উ আমার চলে না।

কখন ভদু চলে গেছে। বলেও গেছে, হ্যারিকেন শুধু। একটা মানুষ যেন সামনে, কারণ শিখা নাচছে। জ্যান্ত। খেতে ভাল লাগছে। নেশায় ভাল, অন্য ভাল,

নেশা হল শহরের। বাড়ি ফেরার। সময় সচেতন, পরদিন কারখানার, সমাজের কেউ দেখবে, শেষরাতের গাড়ি ঘোড়া। ফলে শহরে চটপট নেশা করতেই হয়।

এখানে, ফিরছি না। ঘুমু ভাঙছে না। রাত, আছে কি নেই। সমাজ কোথায়। একা অন্ধকারে মদ খেতে পারলে, সব পারা। মাঠে নেমে জোনাকি ধরব, উঠে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়ালুম। চকের টুকরো তুলে, বোর্ডে লিখে দিলুম, আই লাভ ইউ। দুটো ইঁদুর ছানা আঁকলুম। প্রথমে একটা গোল আঁক, ফের একটা ছোট গোল। বড় গোলটার মুড়োয়। পেছনে কুটো, ছোট গোলের ওপরে আরও ছোট দুটি গোল্লা। ইঁদুর হয়ে গেল, চাটাই-এ কেউ এক টুকরো পেন্সিল ফেলে গেছে। কোন শিশু। এদের পেন্সিলগুলো কোত্থেকে আসে? আমার আসতো বাবার অফিস থেকে, পেন্সিল রবার, কাগজ, তখনই একটা বিকট শব্দে স্বপ্নের স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়ল, পাখি হতে পারে, কোন জন্তু জানোয়ার বা মানুষও।

স্কুল বাড়িতে ঢোকার আগে দেখেছি তখন সূর্য যাই যাই। ছোট ছোট বাটকুল ঢিবি। ঠিক পাহাড় নয়। নেড়া, কামানো মুড়ো, মাদ্রাজী পুরোহিতের মোটা টিকির মতই সেই অবশিষ্ট জঙ্গল, ঘন ও মরণোন্মুখ। তবে এইসব পাথরের আড়ালে আড়ালে বেড়ে ওঠা ঝোপ ও অন্ধকার, পোকামাকড় ও অনন্ত বিশ্রাম। খুব কাঁকড়াবিছে। এখন খাবলা খাবলা সরকারি আকাশমণি, সোনাঝুরি ইত্যাদি, স্কুলবাড়ির চারপাশেও ঘন থেকে গেছে। গাছ। এখন দূরে দূরে যেসব ভাঙাচোরা বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছি, সব কটাই খসে পড়ছে, পাথরের দেয়াল। ভাঙছে যেন। ভদু বলেছিল, এখানে একটা অন্ধ ডাইনি আছে, রাতে বাইরে যাবেন না, ভয়ঙ্কর। ওর দৃষ্টিতে পাহাড় শুকিয়ে গেল। ও গাছ খেল, মানুষ খেল, ঘরবাড়ি খেল। এখন আকাশ বাতাস খাবেক। বছর বছর ধান হয় না। জল হয় না। ডাইনিটি অন্ধ, যে দৃষ্টিতে পুকুরের মাছ শুকিয়েছে। ধান ও শিশুর রক্ত।

অনেকদিন আগে মনুর সঙ্গে সোনাগাছিতে। মনুর বাঁধা বিনি। বিনি বলল—একটা মেয়ে আছে, লোকে নেয় না। মাঝে মধ্যে দু-চারজন মদখোর, গাঁজাখোর খুটে খায়। তুমি তো লেখালেখি কর, দেখতে পার। শরীর-স্বাস্থ্য তাগড়া, জমবে। খোঁদপেঁচ নুরজাহান / অন্ধকারে সব সমান। সস্তায় হয়ে যাবে।

কি দোষ? লোকে নেয় না?

—মাসি গাপ্পিকে একবার ডাক।

লম্বা ডাকে বিনি গলা বাড়াল।

একটা অন্ধ মেয়েই, গাপ্পি। দেখতে সুন্দরী ও দুখী। চোখ দুটো সাদা ডেলা, কুমীরের চোখের মত। অনড়।

—আমাকে ডাকলি বিনি? কে, বাবু এসেছে?

মনু আমায় চোখ মারল, দেখতে বলছে, শরীর স্বাস্থ্য। আমরা তিনজন সিগারেট ধরিয়েছি, সবে প্রথম টান।

—বিনি আমাকে একটা সিগারেট দিবি ?

গাপ্পি হাত পাতলো। কথা না বলে প্যাকেট দেশলাই, মনু, গাপ্পির হাতে। সে ফস করে ধরাল।

আর কোনও কথা হতে পারে কি ? আমরা তিনজনে যতটা চক্ষুষ্মান ততটাই মেয়েটি। এবং মনে হতে পারে এখন থেকে অন্ধ মেয়েটিই কথা বলবে, আমরা শুনব। কারণ যে স্মার্টনেস ও তৎপরতায় ফুলস্পীড পাখার মধ্যে একটিও কাঠি বাড়তি খরচ না করে সে আগুন আড়াল করে সিগারেট ধরায়, এরপর সামান্য একজন রথেল গোয়ার আমি মুগ্ধ। তারপর সে আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। একথাও ভেবেছিলুম সে কেন বহুব্যবহৃত নয়, সে কেন এতদিন ছহনছ হয়নি, সে কেন অন্য হোরদের মত ধর্ষিতা নয়। মেয়েটি টাটকা। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে, ফের বলে,—কজন বাবু! লিখাপড়া জানা মনে হয় গো। দু জন বাবু। কিরে বিনি খুক্ খুক্ হাসছিস কেন ? দু বাবু না কিরে ? একটা তো নতুন দেখছি।

গাপ্পির চোখ দুটো ক্রমে আমার পক্ষে আর অন্ধকার থাকে না।

আমাকে ভদু বলল, বাইরে যাবেন না।

—ধর যদি একটু হাঁটতে ইচ্ছে করে।

লেখক হিশেবে আমার মুড থাকবেই। লেখক হিশেবে আমার মদ্যপ হয়ে, এই পাহাড়ী রাত্তিরে মাতলামি করার সম্পূর্ণ অধিকার।

খুব যদি ইচ্ছে করে, ঐ দিকটা বাদ দিয়ে আর সব দিকে যাবেন।

যেদিক ভদু দেখাল, সেখানে প্রতিনিয়ত ঘরবাড়ি, খামার, খেজুর গাছের মাথা ভেঙে পড়ছে। প্রতিনিয়ত ওদিকে আকাশ খয়ের রঙের। থমথমে জমাট। যেসব পাখি ঐসব ক্ষেত্রে উড়ল, রাতের দিকে তাদের ডানার হিসহিসানি ও ঠোঁটে সাপ ঠুকরে প্রান্তর পেরোনো বা ইঁদুর, ভয়াবহ।

ব্ল্যাকবোর্ডে কেন যে অ, আ, ক, খ পুরোটা লিখলুম। ক, খ-এ আটকেও গেলুম। এক হাতে মদের গেলাস অন্য হাতে চক। হ্যারিকেনের আলোয়, এইসব পাহাড়ী অন্ধকার। একমাত্র সিমেন্টের ঘরে হাজার বছরের সভ্যতা ঠুক ঠুক করে এসে দাঁড়াল। কি চাই ?

কখনও স্বাতন্ত্রে থাকলেও, হে স্বাধীন, হে অমানিশা, হে বিষ্ণুদবার, কখনও একা হয়ে যায়নি। একা ব্ল্যাকবোর্ডের মুখোমুখি ও তস্করহীন এই মধ্যযাম। আমাকে ডাইনি টানছে। ডান।

ভদু বলল,—তিন-চারজন মিলে মাঝরাতে কোমরে ঝাঁটা বেঁধে বিরাট নাচ করে। মড়া খোকা বাঁচায়, খেয়ে ফেলে, ঐ দিকে যেও না।

অথচ আমাকে ঐ দিকেই টানছে। ঐ কুখ্যাত অন্ধকার, যেদিকে ডান, খানিকটা চাঁদ। আলো পড়লে ঐ সমস্ত মাটির বাড়ির অবস্থা ঘোলা। আরও খানিকটা মদ। খুব নেশা হয়ে যাচ্ছে। এক পা দু পা করে শেষ অবধি অন্ধ ডানকে দেখতেই চলেছি।

যেদিকে ভদু যেতে নিষেধ করেছিল। গাছপালা নিথর, পাহাড়ের থমথমে ছড়িয়ে পড়ল। বারে বারে সাঁড়াশির জঙ্গল। টের পাচ্ছি কাঠ চোরদের ফিসফিস।

ঐ দুটো জিনিষ মিশে যাচ্ছে। যখন 'বৃক্ষ' নামের উপন্যাস লিখতে যাচ্ছি। তখন ডায়রি দুটি চরিত্র দিচ্ছে। এক সেই 'পাহাড়ী ডান', দুই 'গাম্প হোর'। দুটো যে কিভাবে জোড়া, নিজেই বুঝে উঠতে পারিনা। তবে লাগল!

যেবার যাদুগোড়া গেলুম, পুজোর পরে। খুব শরত। সবই দেখছি ভাল লেগে যাচ্ছে, বর্ষার পরের জঙ্গল, রুয়াম পাহাড়। একদিন চা-দোকানে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ। হাত কাটা। আলাপ বাড়ল, সত্তরের আন্দোলনে ছিল। যেখানে ঘাঁটি, আড্ডা, গোপনে জমা হয়েছিল মানুষ ও বারুদ, দেখলুম। সবুজ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মানুষ বারুদ নিয়ে স্বাধীনতা তৈরী করছে। মানুষ আর বারুদে মিশে গেলে যে কেমিস্ট্রি, স্বাধীনতা।

ভাল লাগছিল, কোন কোন পাথরের গায়ে এখনও দু-একটা নাম খোদাই। গাছগুলো কাঠ-চোরদের ক্রমাগত লোভ থেকে এখনও বেঁচে। ভাবতে পারছি না, এখানে একটা ফ্রি জোন তৈরী হয়েছিল, তার সামান্য মাত্র চিহ্ন রুয়াম পাহাড়ে রাখা গেল। এত বড় পাহাড় জঙ্গল, এত ঝরাপাতা, এত বসন্ত, শরতের আকাশ কেউ চিহ্ন রাখে না। এত নিষ্ঠুরতা!

এইসব চাকুলিয়া, ধলভূমগড় ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি না ব্যবহার করা দুটো রানওয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সব গভীর শালবনের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প পেতে ছিল ইংরেজ। যুদ্ধ শেষ হতে দরজা জানালা গ্রামবাসীরা খুলে নিয়ে যায়। কখনও সেইসব ঘরবাড়ির মধ্যে হেঁটেছি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাঁধানো সিমেন্ট দেখলেই চেতনা 'হল্ট্'। আসলে চেতনা মেনে নিচ্ছে না এটা সিমেন্টের নয়। এটা সবুজ!

আসলে ভদু যখন প্রথমে বলছে,—ভাববেন না, স্কুলবাড়ি আছে, পাকা দালান। আপনাকে খুলে দিব। হেডস্যার দিবেন। উটা আমার ভাবনা।

আমার ভাবনা উটা নয়। ভাবিনি এখানে পাকা বাড়িতে থাকবো। কাঁচা বাড়িই। কিন্তু ভদু ভাবছে আমার মাটির বাড়িতে কষ্ট হবে। আমাকে ফুলকো লুচি, বিছানা, শোবার খাটে বই দিতে চাইল।

আমি এসব চাইনি। এসব গোদাপিয়াশালেও পাওয়া যায়। আমি মশার কামড়, সাপের ফণা, মাটির ঘর, ঘন জঙ্গল, বিষতীর এসবই চাইছিলুম।

অরুণকে বলেছিলুম,—দেখ তোরা এ্যাফরেস্টেশন মানে বুঝিস সোনাঝুরি আর ইউক্যালিপটাস্। এতো জঙ্গল নয়, আর ঐসব গাছ পাহাড়ের মাথায় হয় না, এটা এ্যাফরেস্টেশন নয়, ছেনালিপনা। অনেকটা বেশ্যাকে লাল শাড়ি, সিঁদুর কিনে দেবার মত। না হল নারী কল্যাণ, না হল বেশ্যা উদ্ধার। আসলে বেশ ভালরকম যৌন চাগাড় দিয়েছে। কেবল শরীর দিয়ে হচ্ছে না। এক শরীর আর কত মেয়েমানুষ নেয়! বরং খানিকটা সিঁদুরে, আলতায়, খানিক লাল শাড়িতে। বিভিন্ন খাতে

স্খলন চলছে।

তো ঐ ইউক্যালিপটাসও এক ধরনের সরকারি ইজ্যাকুলেশন। কাজ যে একেবারে হচ্ছে না বলব না। এও তো একধরনের এ্যাফরেস্টেশন।

তোরা যারা আপনি মোড়ল লেখক, খুব নিন্দুক। অরুণ বলেছিল,—তোরা সমাজের শত্রু। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ হলে বলতেন না।

—না না, আগে সরকারি ইজ্যাকুলেশনের ব্যাপারটা বলি শোন! ওকে চেপে ধরি,—ঘটনাটা শোন।

বোসদের ফ্ল্যাটে। ওদের ওখানে সব পরপর পাঁচতলা। সকালে সব বেরিয়ে যায়। মেয়েরা দুপুরে ছাদে ব্রা, ব্লাউজ শাড়ি সায়া শুকোতে দেয়। হাঁচ্ছল কি, প্রায়ই কোন না কোন যুবতী লক্ষ্য করছিল কারও ব্রা-এ বা সায়ায় শুকনো বীর্য। বিবাহিতারা ভাবছিল হয়তো ভুল করে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবিবাহিতারা? কলোনিতে এখন বীর্য শুকনো বক্ষ-বন্ধনী বা সায়া অনেক। একদিন একটা রোগা ছেলে লুকিয়ে ছাদ থেকে নামতে গিয়ে ধরা পড়ল।

মেয়েরা তো সহজে ছাড়েনি, ধরে খুব উত্তম মধ্যম। তারপর যা যা শাস্তি সম্ভব, মানে ঐ রোগা, প্রেমে অসমর্থ অর্থে স্বাস্থ্যে অসমর্থ শীর্ণ ছেলেটি গোপনে সুন্দরীদের অন্তর্বাসে যৌবন ঢেলে দিচ্ছিল, যা ওর পক্ষে সেই মেয়েটিকে সঙ্গ দেওয়ার সামিল।

অরুণকে বললুম,—মনে হয় সরকারি এ্যাফরেস্টেশন বোঝানো গেছে। আসলে সরকার মানুষ বাড়াচ্ছিল জঙ্গল কমাচ্ছিল। জঙ্গল যে আর ফিরে আসবে না সে কথা সরকারি চেষ্টা দেখেই বোঝা যায়।

ভদু যখন বলল,—এই সব জঙ্গল ছিল, ডান সব শেষ করেছে।

সামনে তখন নেড়া, ধূসর পাহাড়, ধূ ধূ প্রান্তর।

—দু লোটা মহুয়া আনতে হয় ক্যাপ্টেন!

—এদিকে যে সব নিশাদল, ফলিডল মিশাচ্ছে, বলতে বলতে,—দুদিন থাকুন বনা করাবো।

মহুয়াটা নেশার জন্য নয়। গঙ্গাজল। দেখেছি দুচারবার মহুয়া নিলেই ক্রমে প্রকৃতি ঢুকছে। স্নান করালো ঐ মহুয়া, একটা দুটো হার্ডল তো থাকবেই, না হলে এদ্দুর আসা! হার্ডল ছিন্নভিন্ন করার খেলা।

সব খেলাগুলোই ঐ। মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি বা মদ খাচ্ছি, এমনকি সিগারেট, প্রত্যেকবার একটা করে হার্ডল। লাফ মারা তো হল, এবার পার হব কিনা কে জানে। নতুবা কেউ তিনটে চারটে বিয়ে করে? লিজ টেলর যে সাত আটটা বিয়ে করেছে, ওটা কোন নিমফো বা বিকৃত মস্তিষ্কের নয়। কোয়েস্ট। জীবনের বিভিন্ন হার্ডলগুলো। পারব কি? জানা যাচ্ছে না। তবে লাফ দিচ্ছে। লিজ ডগ ডগ লাফ দিচ্ছে। ওর লাফালাফি তুমি অন্য চোখে দেখছো, এই অবধি মন্টুদা বলেছিলেন। হার্ডলগুলো চিনতে পারো! ওয়ান টু থ্রি। বোসো, এটা দিশি মদ, এটা খালাসীটোলা, ওটা

সোনাগাছি! তুমি নিষিদ্ধ করছো! হার্ড'ল নিষিদ্ধ করছো। অথচ এসব তো মোলায়েম হার্ড'ল।

'বৃক্ষ' উপন্যাসে হিরো ছিল, 'নালক', এক বিপ্লবী, তাকে জব্দ করেছিল এক বৃক্ষপ্রেমী। সবটা মিলে গেল। খুঁজিনি। সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউসে, স্রেফ দেড়টা থেকে তিনটে অবধি, ব্যাস্ তারপর। সব চরিত্র পরপর। এদের তো হাতে পয়সা দিয়ে বলা যায় না, যাও দেয়ালে চুনকাম কর, বহুত নোংরা করেছো। এসব কি লিখেছো? দেখ দেয়ালগুলি কি বিশ্রী দগদগে।

তাহলে রুয়াম থেকে কফিহাউস। যাদুগোড়া থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ। হিরোকে খুঁজে পাচ্ছি। যে রুয়াম ফরেস্ট ভয়ঙ্কর সব বারুদ নিয়ে টহল দিচ্ছে। নতুন পৃথিবী। হবে, হবে নাকি নতুন, সবই যখন শেষ হতে বসেছে তখন নতুন হতে বাধ্য। কারণ একটাই, শেষ যে হচ্ছে তার সিগন্যাল। 'নালক' চরিত্রের সম্পূর্ণ এখানেই। এরপর লেখায় যতটুকু।

আসলে আমরা অমুকদা তুমুকদাতে থেমে যাচ্ছি, থামতে ভালবাসি, একটা চা-খানা থেকে আরেকটা চা-খানা! তারপর হাতে পায়ে খিল ধরে যায়।

অন্তত একটা মেয়ে আমাকে ওয়ালডর্ফ বা জিমিজ্ কিচেনে যেতে দেয়নি, সেটা পূর্ণিমাও হতে পারে। কারণ সে-ই আমাকে একদিন বলে, ওসব জায়গায় গিয়ে কি হবে! নিরাপত্তাহীন মনে হয়। ভীষণ হাল্লা। ভীষণ জেল্লা। ভাল লাগে না। বরং বাড়িতে এসো। আমাদের ছাদটা বেশ বড়। ঘুড়িফুড়ির কেটে পড়ে। দু-চারটে ফুলগাছও আছে, যতক্ষণ খুশি বসতে পারো সন্ধে হয়ে গেলেও। অন্ধকারেও কেউ উঁকি দেবে না। এমনকি মাও না। আমার কলেজ অবধি মা খুব উঁকি দিয়েছেন, এখন আর সেসব জ্বালা নেই।

আমি পূর্ণিমাকে সালসা মনে করতে পারি। পূর্ণিমার রুমে ক্রোধ লোভ মোহ নিয়ন্ত্রিত বা বেগহীন ভাবা যেতে পারে। কারণ রেস্তোরাঁ মানে তো কেবল যে চাউমিন বা চিলি চিকেনের তা তো নয়, একটা অলিখিত যৌনতা। যেন খাদ্য তো হল এবার বাদ্য হোক। এবং যথারীতি বাড়িতে, কারও পরিচিত মা-বাবার আলো-হাওয়ায় শীতল সব কিছু।

কিন্তু পূর্ণিমা আমাকে মুখ ফুটে বলল,—সে তুমি কি করছো দেখার কেউ নেই, কেউ উঁকি মারবে না। আমার ঘরেও বসতে পারো, দরজা বন্ধ করে দেব। মিউজিক চালিয়ে দেব। জোরে, আস্তে! কেউ অন্য কোন শব্দ পাবে না। এবার ভেবে দেখ।

পূর্ণিমার মা আগে পিয়ানো বাজাতেন, এখন বাজান না। এখন পিয়ানোর ওপরে জলের জগ, পাউডারের কৌটো, ওষুধের শিশি, এঁটো কাপ, ফুলদানী, ছেঁড়া বই, ঝাড়ন, আরও কত কিছু দেখেছি। এইসব জার্মান রিডের খাঁটি পিয়ানো, যাঁরা বাজাতেন কেউ কি বেঁচে?

বলেছিলুম,—মাসীমা একটু বাজাবেন?

উনি কি বাজিয়ে ছিলেন? একটা মিউজিক শোনা গিয়েছিল ছাদ থেকে। সেটা মাইকে না ক্যাসেটে না পিয়ানোতে? ছাদে হু হু করে উঠল শুদ্ধতা। চুমু খেতে গিয়েও দাঁত গুটিয়ে নিলুম। স্তন মুঠো করতে গিয়ে নখ লুকোতে লাগলুম।

ছিঃ ছিঃ মানুষের খাটো হওয়া, নষ্ট হওয়া সেই অভিযান! যাই হোক,

—পিয়ানোটা বিক্রি করে দিতে পারো? মাসীমা বললেন,—যারা পিয়ানো বাজাতো তারা এখন ছোট ছোট ঘরে উঠে এসেছে। নড়ার জায়গা না থাকাতে দালির সাহায্যে গলাতে হবে! রাজার হাড় পুষে কি হবে? এমন কি কত পুরোনো সাহেব—ক্লাবে দেখেছি প্রথমে বারান্দায়, পরে আরও খানিক দূরে রোদে বৃষ্টিতে পচছে। নিতে হলে হাজার টাকাও অনেক। তবু কে নেবে এই রাজ-হাড়? কে জায়গা দেবে? কে বাজাবে ঐ রাজমহিষী? যাদের জায়গা আছে তারা?

কত কত গ্রামে দেখেছি সিমেন্টের ব্যবহার মানে কুয়োতলা, ঐ টুকুই বা কেন? কুয়োতলা পোড়ামাটির হতে পারতো, ভালো টেকোনি। আর এখানে তো দুটো আস্ত ঘর।

বিপর্যস্ত সময় ও মিউজিক সিস্টেমের জন্য বেঁচে থাকতে লোভ হয়। মেয়েমানুষের নরম শরীর, মদ্যপান বা নৌকা ভ্রমণ আর টানে না। দালির বেহালা, পিয়ানো, গীটার গলে যেতে দেখে কাম ক্রোধ কবেই শুকিয়ে গেল। তাহলে বাঁচলে বাঁচব মিউজিক সিস্টেমের জন্য।

দুজন মাউথ অরগ্যান বন্ধু, রাজু, নীলু। একজন হাওড়ার, অন্যজন দেশপ্রিয় পার্কের দুজন হারমোনিয়ম। একজন শ্বশুর সত্যেন্দু মজুমদার অন্যজন অরিন্দম গুপ্ত ওরফে বাবলা, বাঁশিও টানে ভাল, গীটার মেজভাই। তবলা, মাদোল প্রচুর। কেঁদ্রি-সংগ্রাম সিং বাগে, ধমসা-দিকু মুমূর্ষু। সবই হল, পিয়ানোতে বসার জন্য সুজান বা বিয়াত্রিচে পাচ্ছি না, তবে ওটা টেবিল হবে নাকি? কে পিয়ানো?

ইছাপুরের গান এ্যান্ড শেল-এর বাগানবাড়ি। অশোক নিয়োগী হেড বস। চারটে খেলে তবে গান শুরু। মীনাক্ষীদি উসকে দিলেন, সঙ্গে শক্তিদা সুনীলদারা। গান শুনে সুনীলদা বললেন,—কাল এসো, এইচ. এম. ভি.-কে বলে দেব। মারাত্মক রেকর্ড হবে। কেউ বলল স্বপন বসুরা ভোগে যাবে। গোল্ডেন ডিস্ক হতে বাধ্য। তারপর যে পেরেছে মুখে মাংস দিচ্ছে, মদ তো গড়িয়ে গেল ঠোঁট থেকে বুকে। বুক থেকে পা অব্দি। ঝর্ণার মদ।

গান গাইনি, মিউজিক সিস্টেম বাঁচাতেও চাইনি। ভালবেসেছি। পরে দেখেছি আমার বাঁশিওয়ালাও আছে, অড় ও ফ্লুট দুই-ই। বাবলা পারে। তবে ভয় পাই কেন? কেন এত ভাবি? সব উপন্যাসে তুলে রাখতে চাই। যেন উপন্যাসের নাম 'বৃক্ষ'। যেন জোত-জমি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল্পনিক ভয়ে আধমরা হয়ে লিখতে বসি। আসলে কোন ভয় থাকে না, সাজানো রাক্ষসের জন্য বানানো আতঙ্ক। তবে লিখতে বসলুম সব।

গান থাকল, সঙ্গে ফরিদপুরের বাঁশিওয়ালা, চাইবাসার কেঁদ্রিওয়ালা, মাঠার ধমসা-ওয়ালা, বাঘমুণ্ডীর নাচনী —সরস্বতী দেবীর রেকর্ড। □